Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৩০ জুলাই, ২০১৯

৪২ বর্ষ ৩০ সংখ্যা ২৯ জুলাই, ২০১৯, সোমবার, ১২ শ্রাবণ, ১৪২৬

আমন চাষের জন্য ক্যানেলের জল সহ ১১ দফা দাবিতে

কৃষকসভা ও খেতমজুর ইউনিয়ন-এর ডেপুটেশন ব্লকে-ব্লকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৬ জুলাই : আমনের জন্য ক্যানেলের জল সহ ১১ দফা দাবিতে সারা ভারত কৃষকসভা ও সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়ন জেলার প্রতিটি ব্লকে ডেপুটেশনের কর্মসূচি নিয়েছে। ডেপুটেশন কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে সংগঠনের মেমারি-১ পূর্ব ও পশ্চিম ব্লক কমিটির উদ্যোগে মেমারি-১ বিডিওকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। খেতমজুর ও কৃষক শ্রমিজীবী মানুষ বিডিও অফিসে জমায়েত হন। এই ১১ দফার দাবির পক্ষে করে বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা জয়দেব ঘোষ, আন্তাজ আলি দফাদার, সনৎ ব্যানার্জী। নেতৃবৃন্দ বলেন, অবিলম্বে আমন চাষের জন্য ক্যানেলের জল ছাড়তে হবে। বৃষ্টি হচ্ছে না, বীজতলা শুকিয়ে যাচ্ছে। শ্যালো পাম্পের সাহায্যে কিছু আমন ধান রোয়া হয়েছে। সেই ধানগাছগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে মাঠের কাজ নেই কৃষক, খেতমজুর সাংঘাতিক সমস্যার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। নিত্য প্রয়োজনীও জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া। ১০০ দিন নয় ২০০ দিনের কাজের ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। প্রতিটি গরিব পরিবারকে ২ টাকা কেজি দরে মাসে ৩৫ কেজি খাদ্যশস্য দিতে হবে। পাকা ছাদযুক্ত বাড়ি নেই এমন প্রতিটি গরিব পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর দিতে হবে। এই প্রকল্পে সুবিধা প্রাপকদের কাছ হতে যে কাটমানি নেওয়া হয়েছে তা অবিলম্বে ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

—এরপর চারের পাতায়

জ্যোতি বসুর ১০৬তম জন্মবার্ষিকীতে রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৮ জুলাই : জননেতা জ্যোতি বসুর ১০৬তম জন্মবার্ষিকীতে রক্তদান শিবিরে ৬৫ জন যুবকর্মী রক্ত দিলেন। সিপিআই(এম) পূর্বস্থলী এরিয়া কমিটির অন্তর্গত কালেখাতলা সবজি বাজারে। কালেখাতলা এক পূর্ব ও পশ্চিম শাখা কমিটির উদ্যোগে এদিন স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা বীরেশ্বর নন্দী। এছাড়া বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা বিধায়ক প্রদীপ কুমার সাহা। রক্তদান শিবিরে ১০ জন মহিলা সহ মোট ৬৫ জন যুব কর্মী স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এছাড়া চাকরির প্রতিকী আবেদনপত্রে ৭০ জন যুবকর্মী প্রার্থী তাদের আবেদন পত্র সই করেন।

ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সইগল-এর জন্মদিনে রক্তদান ও দেহদান

বর্ধমান, ২৩ জুলাই : সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে আজাদ হিন্দ বাহিনীর ঝাঁসি রানীর ব্রিগেডের অন্যতম বীরাঙ্গনা ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সইগল-এর জন্মদিবস উপলক্ষে এক রক্তদান, দেহদান ও অঙ্গদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংগঠনের রাজ্য নেত্রী ভারতী ঘোষাল। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভানেত্রী অঞ্জলি পাল, জেলা সম্পাদিকা মণিমালা দাশ সহ জেলা নেত্রী সহ সর্বস্তরের মহিলারা। ৮ জন মহিলা রক্তদান করেন ও ৩১ জন দেহদানের অঙ্গীকারে স্বাক্ষর করেন। রক্ত সংগ্রহ করে রশ্মি ব্লাড ব্যাঙ্ক। দেহদান সম্পর্কিত অঙ্গীকারপত্র তদারকি করেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ।

যুব-কর্মসূচির অনুমতি দিল না পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্তেশ্বর, ২৭ জুলাই : ডি ওয়াই এফ আই-এর রাজ্য কমিসূচির অঙ্গ হিসাবে মন্তেশ্বরে বেকারদের প্রতীক আবেদনপত্র পূরণের ক্যাম্প করতে চেয়েছিল স্থানীয় যুবরা। মন্তেশ্বর থানার ওসি সৈকত মণ্ডল স্বয়ং আইন-শৃঙ্খলার অবনতির আশঙ্কা দেখিয়ে যুবদের আবেদন খারিজ করে দেন। সেকথা আবেদনপত্রের উপর লিখে দিলেও ওসি যুবদের নাকি মৌখিক হুমকি দিয়ে বলেন, এই কর্মসূচি আমি কোনো ভাবেই করতে দেব না। গত ২৫ জুলাই ডি ওয়াই এফ আই-এর মন্তেশ্বর লোকাল কমিটি মন্তেশ্বর থানার ওসির নিকট একটি আবেদনপত্র জমা দেয়। আবেদন পত্রে বলা হয় আগামী ২৯ জুলাই বিকালে যুবদের কাজের দাবিতে মন্তেশ্বর বাসস্ট্যান্ডে একটি প্রতীকী আবেদনপত্র পূরণের ক্যাম্প করতে চাই। সেই আবেদনের ভিত্তিতে ওসি সৈকত মণ্ডল যুবদের সন্ধ্যায় থানায় ডেকে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন। এই একই কর্মসূচি কালনা থানা এলাকায় ইতিমধ্যেই তিনটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। চলতি মাসের শেষ দিন এই কর্মসূচি বৈদ্যপুরে আছে।

খরিফ চাষের জলের জন্য প্রশাসনিক সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জলাধারে জলের অপ্রতুলতার কারণে খরিফ মরশুমের জন্য জল ছাড়া পিছিয়ে দিল ডিভিসি। ভরা মরশুম। তবু বর্ষার দেখা নেই। মেঘ আছে বৃষ্টি নেই। রাজ্যের উত্তর বন্যায় ভাসলেও দক্ষিণের ভাগ্যে সিকে ছেড়েনি। গোটা দক্ষিণবঙ্গে কার্যত খরা। কম বৃষ্টির জন্য দামোদরের জলাধারও ফাঁকা। জল নেই সেচখালগুলিতেও। সংকট নিরসনে গত ২৮ জুলাই জরুরি বৈঠকে বসেন পাঁচ জেলার আধিকারিকরা।

বৈঠক শেষে বর্ধমান বিভাগের টিভিশনাল কমিশনার বরুণ রায় বলেছিলেন দামোদর ও মাইথন জলাধারে জলের উচ্চতা এই মরশুমে স্বাভাবিকের থেকে কম আছে। তবু ওই দিনের বৈঠকে স্থির হয় ২৮ জুলাই থেকে খরিফ মরশুমের জন্য জল ছাড়া হবে দফায় দফায়। চলতি মরশুমে বৃষ্টিপাতের ঘাটতি আছে চল্লিশ শতাংশের বেশি।

ওইদিন বৈঠকে পূর্ব পশ্চিম দুই বর্ধমান ছাড়াও হুগলি, বাঁকুড়া জেলার আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। জেলাশাসক বিজয় ভারতী টেলিফোনে জানান, এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে ২৯ জুলাই থেকে ডিভিসির সেচখালগুলিতে খরিফ মরশুমের জন্য জল ছাড়া হবে।

৮ দফা দাবিতে কালনা পুরসভায় ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা : সিপিআই(এম)-এর কালনা শহর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে ৮ দফা দাবিতে ২৩ জুলাই কালনা পৌরসভায় স্মারকলিপি দেওয়া হয়। অনুষ্ঠিত সভায় দাবিগুলোর সমর্থনে বক্তব্য রাখেন ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী, অরুণাভ চক্রবর্তী, স্বপন ব্যানার্জী, অরূপ দাস প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন প্রবীণ শিক্ষক বীরেন বসুমল্লিক। সমস্ত গরিব মানুষের বাড়ি নির্মাণের কর্মসূচি দীর্ঘদিনের। আজও পর্যন্ত সেই কর্মসূচি অন্ধকারেই। পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ভাগীরথী নদী জল প্রকল্পের পাইপ আর ভূগর্ভস্থ

—এরপর চারের পাতায়

ছাত্র বিক্ষোভে বিএড-এর ভর্তি বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : ছাত্র বিক্ষোভের জেরে বিএড-এর ভর্তি প্রক্রিয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ২৬ জুলাই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক ক্যাম্পাস গোলাপবাগে বিক্ষোভ দেখায় একদল পড়ুয়া। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের হিউম্যানিটিস বিল্ডিংয়ের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে ছাত্রছাত্রীরা। তাদের দাবি, বিএড-এর জন্য নির্দিষ্ট যে নিয়ম, সেই নিয়ম মানা হচ্ছে না। তাদের মতে, বি.এড-এর ক্ষেত্রে হোম ইউনিভার্সিটির জন্য ৮০ শতাংশ সংরক্ষণের নিয়ম আছে। সেখানে বহিরাগতরা ভর্তি হতে পারবে মাত্র কুড়ি শতাংশ আসনে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এই নিয়ম মানছে না। তারা এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে। গত ২৪ জুলাই বিএড-এর নোটিফিকেশন দেওয়া হয়। নোটিফিকেশনে বলা হয় ২৫ তারিখ থেকে ২৯ তারিখ পর্যন্ত চলবে ভর্তি প্রক্রিয়া। কিন্তু ছাত্র বিক্ষোভের জেরে দপ্তরে আটকে পড়েন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার তোফাজ্জল হোসেন, ডিন আফ আর্টস রমেন সর। রমেন সর বলেন, আইন মেনেই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এড ভর্তি নেওয়া হচ্ছে। বিএড-এ মোট আসন সাড়ে বারো হাজার। এবার সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করতে হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের। কিন্তু মাত্র সাড়ে ছ'হাজার সিট পূরণ হলেও বাকি সিট ফাঁকা। তাই রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা ও ইসির মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। তবে ছাত্রদের আন্দোলনের জন্য আপাতত ভর্তি প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হল। ইসির মিটিংয়ে আলোচনার পর আবার ভর্তির তারিখ জানানো হবে।

রাইসমিল মালিক গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : চালের ব্র্যান্ড নকল করে চাল পাচারের অভিযোগে এক রাইসমিল মালিককে গ্রেপ্তার করল কেরল পুলিশ। ধৃত রাইসমিল মালিকের নাম জন্মেঞ্জয় খাঁ। বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষের আমিলায়। তার সেহারাবাজারে রাইসমিল আছে। ধৃতের বিরুদ্ধে অভিযোগ একটি রাইসমিলের চালের ব্র্যান্ড নকল করে বস্তায় ওই ব্র্যান্ডের লোগো ছাপিয়ে কেরলে চাল বিক্রি করছিল। শুধু তাই নয়, কমদামে ওই চাল পৌঁছে যাচ্ছিল কেরলে। ফলে চালের ব্র্যান্ডের আসল মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন। কেরলের কালিকড় থানায় তিনি অভিযোগ দায়ের করেন। ২৮ জুলাই রাতে খণ্ডঘোষ থানার পুলিশের সাহায্যে কেরল পুলিশ রাইসমিল মালিক জন্মেঞ্জয় খাঁকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে বর্ধমান আদালতে তোলা হয়। কেরল পুলিশ আদালতে ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন জানায়।

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০১৯

প্রকাশিত হচ্ছে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে।

নবীন-প্রবীণের নব সৃষ্টিতে এবারেও সেরা সম্ভারে।

৩১জুলাই-এর মধ্যে আপনার লেখা পাঠাতে পারেন। সরাসরি অথবা ই-মেলে। তবে হার্ডকপি অবশ্যই পাঠাবেন।

কপি রেখে লেখা পাঠান। প্রবন্ধ বা গল্প যেন ১৮০০ শব্দের বেশি না হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

আমাদের mail id : weeklynatunchithi@gmail.co, dinesh.jha09@gmail.com

নতুন চিঠি

২৯ জুলাই, ২০১৯

রাজ্যপাল বদলায়, কিন্তু নীতি বদলায় না

৩০ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদ থেকে বিদায় নিচ্ছেন কেশরীনাথ ত্রিপাঠী এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত হচ্ছেন জগদীশ ধনকর। সংসদীয় গণতন্ত্রে দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সরকার গঠিত হলেও কেন্দ্রের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল সরকারের দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে সংবিধানের অভিভাবক হিসাবে শাসন-প্রক্রিয়াকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন, এটাই প্রত্যাশিত। রাজ্যপালকে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি, কাজেই তিনিও এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এই নিয়োগ করবেন, এটাই অলিখিত সাংবিধানিক নির্দেশ। কিন্তু এই নিয়োগের ক্ষেত্রে কার্যত সেই সাংবিধানিক নির্দেশনাকে আদৌ কোনো গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে যা সত্য, তাঁর দ্বারা একের পর এক রাজ্যে যে রাজ্যপাল নিয়োগ হচ্ছে, সে ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে সত্য। কেন্দ্রের শাসকদলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও পদাধিকারীদেরই এই সব পদে অধিষ্ঠিত করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বিদায়ী এবং নবনিযুক্ত রাজ্যপাল নিয়োগের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

সাংবিধানিক ব্যবস্থায় এর ফল কী হতে পারে তার অন্যতম নিদর্শন দেখা গেলো পশ্চিমবঙ্গের বিদায়ী রাজ্যপালের বিদায়বেলার সাক্ষাৎকারে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত অভিমতে। পরিপূর্ণ হিন্দুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি সমালোচনা করে তিনি স্পষ্টভাষায় জানালেন, তাঁর তোষণের রাজনীতির জন্যই পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। এ-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে বিজেপি-র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে ধর্মীয় মনোভাবকে ব্যবহার করেছেন এবং এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আর এক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ভাবাবেগকে উস্কে দিয়েছেন, তা অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্যের পরিপন্থী। কিন্তু একজন বিদায়ী রাজ্যপালের এই ধরনের উক্তি তাঁর সাংবিধানিক অবস্থানকে হীন করে তাঁর নিজের রাজনৈতিক অবস্থানকেই ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তো এই পথেই ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তার জন্য সংবিধানকে যদি বলি দিতে হয়, তা-ই হবে।

পাখির মৃত্যু, সরব পক্ষীপ্রেমীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৫ জুলাই : মাছ রক্ষা করতে গোটা পুকুরের উপরে টাঙানো হয়েছে নাইলনের জাল। আর সেই জালই হয়ে উঠেছে পাখির মৃত্যুফাঁদ। মাছ খাওয়ার লোভে এই ফাঁদে আটকে ইতিমধ্যেই বহু পাখির মৃত্যু হয়েছে। মৃত পাখিগুলির দেহগুলি জালে ঝুলে থাকায় পচে গন্ধ ছড়াচ্ছে। পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। পুকুর সংলগ্ন বাসিন্দাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলেও কোনো পদক্ষেপ হয় না বলে অভিযোগ। এই ব্যাপারে কিছু পক্ষীপ্রেমী সরব হয়ে যথাশীঘ্র প্রশাসনের পদক্ষেপ দাবি করেছেন। ঘটনাটি কালনা পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের শ্যামলাল পাড়ার। এই পাড়ার মাঝ বরাবর রয়েছে মামদো পুকুর নামের একটি বিরাট জলাশয়। একজন স্থানীয় বাসিন্দা মাছ চাষ করেন। জলাশয়ের মাছ রক্ষা করতে তিনি তার উপর জাল টাঙিয়ে দিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ আমাদের কোনো কথাই ওই মৎস্য চাষি শুনতে চান না। মাঝে মাঝেই তিনি জাল থেকে পাখির মৃতদেহগুলি ছাড়িয়ে নিয়ে পাড়ে ফেলে চলে না। পাখিগুলি রক্ষা ও এলাকার বাসিন্দাদের সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে দিতে ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আলোক সাহা ইতিমধ্যেই কালবনা পৌরপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পৌরপতি দেবপ্রসাদ বাগ বলেন, জলাশয়টি ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ওখানে থেকে জাল গোটাতে কোনো পদক্ষেপ হলে আমার কোনো আপত্তি নেই। পক্ষীপ্রেমী তাপস কার্ফা একজন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক। তিনি জানান, জলাশয়ের উপর থেকে যথাশীঘ্র জাল সরিয়ে ফেলতে প্রশাসন পদক্ষেপ নিক।

এক ডজন প্রশ্ন

১. বিশ্বের দক্ষিণতম শহর কোনটি? কোন দেশে অবস্থিত? কিছুদিন আগেও কোন শহর ছিল? সেটি কোন দেশে অবস্থিত?
২. ভারতীয় জাতীয় পতাকার রূপটি ভারতের গণপরিষদ কবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়?
৩. বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ কবে জন্মান? কবে শহিদের মৃত্যুবরণ করেন?
৪. কমিউনিস্ট তথা কৃষক নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার কবে প্রয়াত হন? জন্ম কবে হয়েছিল?
৫. অসুস্থ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় শেষবারের মতো কবে কে কে নিয়ে যান?
৬. পরাধীন ভারতে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রথম ভারতীয় উপাচার্য কে হন? তাঁর কবে জন্ম?
৭. কার উদ্যোগে কে বিধবা বিবাহ আইন কবে প্রবর্তন করেন?
৮. বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত কবে বিচারপতি আর কার্গিলকে হত্যা করেন? কেন? এজন্য কানাইলাল দত্ত কবে শহিদের মৃত্যুবরণ করেন?
৯. স্বাধীনতা সংগ্রামী কল্পনা দত্ত (যোশী) কবে জন্মান? কবে মৃত্যু?
১০. অভিনেত্রী, সংগীত শিল্পী রুমা গুহঠাকুরতা কবে প্রয়াত হন? জন্ম কবে?
১১. বিশ্ব দুগ্ধ দিবস কবে পালিত হয়? এবারের থিম কী?
১২. বিশ্ব ব্রেন টিউমার দিবস কবে পালিত হয়? কোন বছর থেকে কোন সংস্থা এই দিবস পালন শুরু করে?

(উত্তর শেষের পাতায়)

বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ দিবস স্মরণে

রীনা মিত্র

বিদ্যাসাগরের জন্মের দ্বি-শততম বর্ষ উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে সর্বত্র। ঠিক এই সময়কালে তাঁর মৃত্যুদিন স্মরণ করতে দ্বিধা হচ্ছে। কিন্তু কবি বলেছেন—

"জন্মিলে মরিতে হবে
অমর কে কোথা কবে।"

মৃত্যুর পরও অমর হয়ে আছেন যে মহামনীষী, ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ১৩ই শ্রাবণ ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুলাই শেষ রাত্রে সেই মহামানব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মহাপ্রয়াণ ঘটে।

বাংলার অন্যতম শক্তিশালী পুরুষ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর যে দিন নিমতলায় শ্মশান ঘাটে শেষশয্যায় শয়ানে ঠিক তার দু-দিন পর নিমতলা ঘাটে বিদ্যাসাগরের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

যে সুন্দর সুশোভন খট্টাঙ্গে বিদ্যাসাগর শয়ন করতেন, তাঁর পুত্র, ভাই, দৌহিত্র, আত্মীয়স্বজন এবং ভক্তরা সেই খট্টাঙ্গে নিমতলার দিকে শবদেহ নিয়ে যাওয়াকালীন পুত্র নারায়ণ মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন-এর সম্মুখে বাষ্পাকুলিত লোচনে উচ্চকণ্ঠে বলেছিলেন—"বাবা এই তোমার সাধের মেট্রোপলিটন। আশীর্বাদ কর, যেন তোমার এই কীর্তি বজায় রাখতে পারি।"

এই শোকসংবাদ শুনে তাঁকে শেষবার দেখবার জন্য স্ত্রী, পুরুষ নির্বিশেষে অগণিত জনগণ শ্মশান ঘাটে ছুটে আসে। ভক্তরা খট্টাঙ্গ স্পর্শ করে জীবনকে সার্থক জ্ঞান করে। চন্দনকাঠের চিতা বেলা ১১টার পর নিভেছিল। তাঁর দুই দৌহিত্র দুই কলস ভস্ম সংগ্রহ করেছিলেন। বাকিটা চলে যায় জাহ্নবী জলে। নিভে গেল আলোক শিখা, রয়ে গেল দীপ্তি, রয়ে গেল স্মৃতি, অমর হয়ে থাকলো কীর্তি। কবি মানকুমারী শ্মশানে বিদ্যাসাগরের সৎকার দেখে মর্মস্পর্শী ভাষায় লিখেছিলেন—"এই জাহ্নবী বক্ষে ধূ ধূ করিয়া চিতার আগুন জ্বলিতেছে; ওই আগুনে বাঙ্গালার সর্বনাশ হইতেছে! বাঙ্গালীর পিরামিড ভস্মসাৎ হইতেছে! ঐ ধু-ধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে! ঐ আগুনে বাঙ্গালার সম্মান-গৌরব পুড়িয়া ছাই হইতেছে। ঐ জ্বলন্ত আগুনে বাঙ্গালীর প্রধান, গর্ব—প্রধান কত কি ফুরাইল! কত কাঙ্গাল গরীব মাতা-পিতা হারাইল। কত হৃদয় আজি আশা-ভরসা হারা হইল। শ্রাবণের মেঘ স্তম্ভিত হইয়া দেখিতেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত হইতেছে! ঐ চিহ্ন ফুরাইয়া আসিতেছে।"

কবি মানকুমারীরর এই আর্তনাদের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে প্রত্যেকটি বাঙালীর আর্তনাদ; স্বজনহারাদের অসহায় কান্না।

এই সংবাদ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে জনারণ্যে, শহরের অলি-গলিতে। ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্র ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় শোক-সংবাদ প্রকাশ করে।

এলাহাবাদে পাইওনিওর লিখেছিল—"He was a brilliant educationalist and wellknown for his lobours in the promotion of Hindu widow-remarriage." — 29th July 1891.

ইংলিশম্যান লিখেছিল—"A man of rare gifts and broad sympathies." – 30th July. 1891.

স্টেটস্‌ম্যান লিখেছিল— "Another of the foremost men of Bengal has gone over to the majority." –29th July, 1891

ইংল্যান্ড ও আমেরিকার আরও অনেক প্রসিদ্ধ পত্র-পত্রিকায় শোক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। দিক্ দিগন্তে ছড়িয়ে পড়লো সংবাদ। শহর মফস্বলের বেসরকারি স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। মেট্রোপলিটনের ছাত্ররা পাদুকা পরিত্যাগ করেছিল। কোলকাতার পুস্তক বিক্রেতারা, কোম্পানির কাগজের দালাল ও রাধাবাজারের দোকানদাররা দোকানপাট ও অফিস বন্ধ করেছিলেন। শহরে, মফস্বলে, নানাস্থানে শোকপ্রকাশ ও সভাসমিতি হয়েছিল। সাপ্তাহিক, মাসিক, পাক্ষিক বহু পত্রিকাতে তাঁর স্মৃতি সম্মানসূচক শোক-কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ শে আগস্ট টাউনহলে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বিদ্যাসাগরের স্মৃতি চিহ্ন সংকল্পে একটি বিরাট সভায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন রাখবার সংকল্প হয়েছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে অকৃতকার্যতা স্মরণ করে এই সভার সভাপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন—"কীর্তিচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত না হউক, বিদ্যাসাগর বাঙালী মাত্রেরই হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত।" এই স্তোকবাণী বিক্ষতবক্ষে স্নিগ্ধ প্রলেপ মাত্র। আজ এত বছর পরও বাঙালি হৃদয়ে তিনি চিরজীবী। স্মৃতি চিহ্ন থাক বা না থাক, শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলের কাছে তিনি অনন্ত অক্ষয় স্মৃতিস্তম্ভ। নারীশিক্ষা ছাড়া কোনো

—এরপর তিনের পাতায়

পেশেন্টের কেমো

মুম্বাই পর্ব-৭

শিবানন্দ পাল

গভীর রাতে জানা গেল পেশেন্টকে দেখতে ডাক্তার কেবিনে এসেছিলেন। বলেছেন, আগামীকাল পেশেন্টের চিকিৎসার বিষয়ে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। পরদিন সকাল আটটায় জানা গেল ডাক্তার এসেছেন, কিন্তু সেদিনও কিছু হবে না। রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করতেই হবে। বায়োপসি রিপোর্ট আসতে এখানে এত দেরি হয় জানা ছিল না।

টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালের নিজস্ব ল্যাবরেটরি। বিশাল এদের ল্যাবরেটরি, তবু কেন এত দেরি হয়? কলকাতায় তো দেখি তাড়াতাড়ি রিপোর্ট চলে আসে, সাত দিনে বায়োপসির রিপোর্ট পাওয়া যায়! এখনে চিকিৎসা চলছে এমন অনেক রোগী বা রোগীর আত্মীয়র কাছে শুনতে পেলাম দিন পনেরো সময় লাগে। আমাদের আরও দেরি হচ্ছে কেন বুঝতে পারছি না।

স্নান খাওয়া সেরে বেলায় হাসপাতাল এলাম। পেশেন্টের স্যালাইন বন্ধ ছিল। আমরা যেতেই পুনরায় চালু করা হল। পরের দিন পেশেন্টের বায়োপসি রিপোর্ট পাওয়া যাবে, ডাক্তার নিজেই খবরটা দিয়েছেন। কিন্তু রিপোর্ট আসবে আসবে বলে সারাদিন বসে থাকলাম। রাত দশটা পর্যন্ত বসে রইলাম রিপোর্ট আর ডাক্তারের অপেক্ষায়। কিন্তু না এল রিপোর্ট, না ডাক্তার! কেউ এল না!

মনমরা হয়ে বাসায় ফিরলাম। পরের পরের দিন হাসপাতালে গিয়ে প্রথমে জানলাম বেলা ১১টায় বায়োপসি রিপোর্ট আসবে, তারপর জানানো হল বেলা ২টোয় আসবে। আড়াইটার সময় বিরক্ত হয়ে মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্টে গিয়ে নিজেরাই জানতে পারলাম, প্রাথমিক রিপোর্ট অনলাইনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, ডাক্তার সেটা দেখতে পাবেন। ডাক্তার দেখার পর আমরা দেখতে পাব।

আশ্চর্য, পরীক্ষা করার টাকা খরচ করছি আমরা। অথচ রিপোর্ট প্রথম হাতে পাবে ডাক্তার। কেন এমন হবে? এমন অসহিষ্ণু মন্তব্য করে ফেলছে কেউ কেউ। ওদিকে আবার ডাক্তারের খবর নিতে জানা গেল, এক ঘন্টার মধ্যে তিনি আসবেন বলে খবর পাঠিয়েছেন।

ডাক্তারের অপেক্ষায় আমরা পেশেন্টের কেবিনে বসে রইলাম। ছ'টার সময় ডাক্তার এলেন। নার্স স্টেশন, মানে প্রতি ফ্লোরে নার্সদের বসার বিশেষ জায়গায় আমাদের ডেকে ডাক্তার পেশেন্টের পরবর্তী চিকিৎসার বিষয়টা বিশদভাবে বুঝিয়ে বললেন। পেশেন্টকে ১৮টি কেমো দেওয়ার প্ল্যানিং হয়েছে। বোঝানো হল এই পর্যায়ের চিকিৎসায় আরো দু'লাখ টাকার মতো খরচ হবে। কিন্তু মাথায় যে ধাক্কা লাগলো, তা হল—এর সাথে যুক্ত হবে এখানে থাকা এবং খাওয়ার খরচ।

১৮টি কেমো দেওয়া হবে। প্রতি সপ্তাহে একটি করে কেমো হতে পারে, আবার গ্যাপ আরো বেশি হতে পারে। সবকিছুই নির্ভর করছে রোগীর শরীরের গ্রহণযোগ্যতার উপর। রাত্রে বাসায় ফিরলাম যখন যন্ত্রণায় মাথা ভোঁভোঁ করছে তখন। এরপর কী হবে?

পরের দিন সকাল দশটাতেই হাসপাতালে পেশেন্টের কেবিনে হাজির হলাম। কেমো দেওয়ার জন্য প্রথমে পেশেন্টকে ইসিজি তারপর ইকো করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে নিয়ে যাওয়া হল। এরমধ্যে হাসপাতালে আমাদের পেশেন্টের স্মার্টকার্ডে টাকা শেষ হয়ে এসেছিল। পেশেন্টকে ইকো করাতে নিয়ে যাওয়ার সময় প্রথমে মোবাইলে মেসেজ, তারপর প্রধান নার্স কেবিনের ইন্টারফোনে টাকা ভরার নির্দেশ দিলেন এমনভাবে যে, টাকা না ভরা হলে পেশেন্টকে কেমো দেওয়ার কাজ শুরু হবে না। আমাদের কাছে আজ তেমন বেশি টাকা ছিল না। শনিবার ব্যাঙ্ক খোলা পাব কিনা তাও জানা নেই। সবার কাছে যা ছিল জড়ো করে সামান্য হাতে রেখে তিরিশ হাজার টাকা এ্যাকাউন্টে ভরে দেওয়া হল। টাটা হাসপাতালে আবার চেক্-এ টাকা নেওয়ার নিয়ম নেই। এটিএম-এ টাকা ভরা যায়। কিন্তু তাতে তো প্রধানমন্ত্রীর তৈরি করা আইনের সীমাবদ্ধতা লাগু রয়েছে। একসাথে চল্লিশ হাজার টাকা চাইলে কোথায় পাওয়া যায়?

পেশেন্টের ইকো এবং ইসিজি করিয়ে আনার পর কেবিনে কেমো দেওয়ার কাজ শুরু হল। এবার একজন ছাড়া সবাইকে বাইরে যেতে বললো। লাল রঙের ওষুধের স্যালাইনের একটা বড় বোতল পেশেন্টের বেডের পাশে স্ট্যান্ডে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রায় রক্তের মতো লাল রঙের একটি একটি ফোঁটা নলের মাধ্যমে ধীরে ধীরে পেশেন্টের শরীরে প্রবেশ করছে। ওই নলের মাঝামাঝি জায়গায় স্ট্যান্ডের সাথে একটা রিমোটের মতো মেশিন বসানো রয়েছে। তাতে ফোঁটার পরিমাণ সময়ের সাথে কন্ট্রোল করা হচ্ছে। সময় যেন ওই ফোঁটার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে... ধীরে কত ধীরে চলা যায়!

কিছুক্ষণ পরে একজন নার্স লালরঙের মেডিসিন ভর্তি স্যালাইন বোতলটা একটা আকাশি রঙের জামা দিয়ে ঢেকে দিয়ে গেল। জানলাম লালরঙ দেখলে অনেক সময় পেশেন্ট বা পেশেন্টের আত্মীয়দের ভয় লাগে, তাই লাল রঙ ঢেকে আকাশি রঙের জামা পরানো হলো।

....একটা বাজল... দু'টো... এমনি করে বিকেল হয়ে সন্ধ্যা নামছে। পেশেন্টের সেরকম কোনো প্রতিক্রিয়া বোঝা যাচ্ছে না। সম্পূর্ণ সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কিছু বলা যায় না। ছ'টা নাগাদ পেশেন্টের কেমো শেষ হল। এরপর স্যালাইনের মধ্যে কিছু ইঞ্জেকশন দেওয়া হবে। রাত ন'টা পর্যন্ত এই পর্যায় চলবে। পেশেন্টের অবস্থা তখনো পর্যন্ত ভালো। সারাদিন কথা বলেছে। টিভিতে ক্রিকেট খেলা দেখেছে... আমরাও দেখছিলাম। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলাম। আজ আর রান্না করার ইচ্ছা হচ্ছে না কারো। চিড়েমুড়ি খেয়ে কাটানো যাবে!

বর্ধমান স্টেশনের ইতিবৃত্ত

সঞ্জীব চক্রবর্তী

কোথা থেকে খবর এল যে বর্ধমান স্টেশনের নাকি নাম বদলের প্রস্তাব উঠেছে। রাজ্য এখন এমনিতেই সরগরম থাকে নানা কারণে। এই খবরে শহরবাসী নিজস্ব একটি বিষয় পেয়ে ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। ফেসবুক নামক ডেমোক্রেসি ওয়ালে পটু, অপটু, ক্রুদ্ধ, শান্ত, তীর্যক, ব্যঙ্গ ভরা, মাথায় মুগুর মারা শুদ্ধ অশুদ্ধ ভাষায় লেখা নানা রকম মন্তব্যের

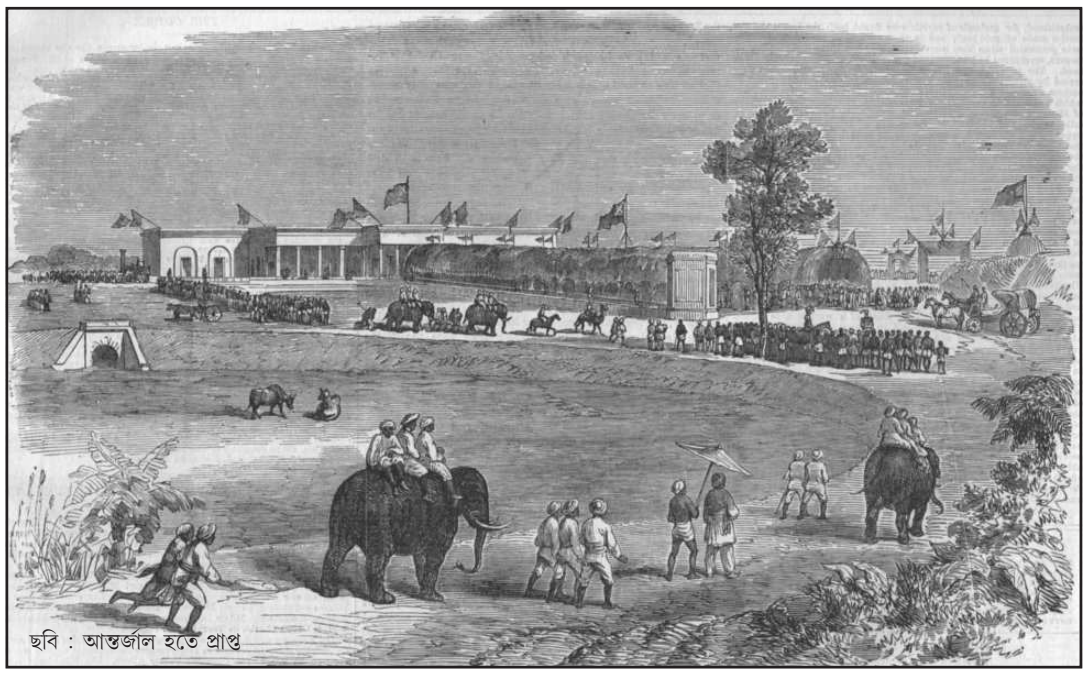

ছবি : আন্তর্জাল হতে প্রাপ্ত

মালা বিশ্লেষণ করে বোঝা গেল আলোড়িত শহরবাসী মোটামুটিভাবে উল্লম্ব ভাবে বিভক্ত ও প্রায় ক্রুসেডের প্রাক্ পর্ব আসন্ন। কবিরাজেরা আগে নাড়ি টিপে নিদান দিতেন বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা কোনটি কুপিত হয়েছে। বর্ধমান স্টেশনের নাম বদলের গুজবে ত্রিদোষের কোন কোনটি কতখানি কুপিত হয়েছে তা সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বুঝে নিদান দেবেন। এই সুযোগে বর্ধমান স্টেশনের পুরনো দিন ও বর্তমানের কথা খানিক স্মরণ করা যাক।

এমনিতেই ভারি ব্যস্ত স্টেশন বর্ধমান জংশন। পূর্ব পশ্চিম ও উত্তর ভারতের একরকম বাইরের দুয়ার বর্ধমান। মাঝরাতের কয়েক ঘন্টা বাদ দিলে সারা দিনে দূরপাল্লার দাঁড়ানো ও না-দাঁড়ানো ট্রেন, লোকাল ট্রেন ও মালগাড়ি মিলে পৌনে চারশোর মতো ট্রেন, লাখখানেক দিনের যাত্রী, ছাত্র, ভ্রমণার্থী, ছোট বড় ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী, নানা ধরনের হকার, পুব বা পশ্চিমমুখী নিত্যযাত্রীদের হাসিঠাট্টা গল্পগুজব তাস খেলা বা বেলাগাম রসিকতা নিয়ে সরগরম হয়ে থাকে স্টেশন চত্বর ও ট্রেন। বর্ধমান স্টেশন আসলে এক বিচিত্র জগৎ।

এ রেলপথের বীজ বোনা হয় সেই ১৮৪৫ সালের ১ জুন। সংস্থার নাম ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি। ম্যানেজিং ডিরেক্টর রোলান্ড ম্যাকডোনাল্ড ম্যাকফার্সন। কলকাতা থেকে দিল্লি রেল যাবে মির্জাপুর হয়ে। ১৮৪৯ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি হল রানিগঞ্জ অব্দি রেললাইন পাতার কারণ দামোদরের পথে খনির কয়লা নিয়ে আসা যেমন বিপজ্জনক তেমনি ব্যয়সাপেক্ষ। এবার জমি জরিপ। দায়িত্বে জর্জ টার্নবুল ও ইঞ্জিনিয়ার স্লেটার। সাল ১৮৫০। ১৮৫১ সালে জমি অধিগ্রহণ শুরু হল। হাওড়া স্টেশনের নকশা পেশ হল ১৬ জুন। ইংল্যান্ড থেকে লোহার মালপত্র এসে গেল ১৮৫৪ সালে। যোগাড় হল ইট। শাল কাঠের মূল যোগান এল নেপাল থেকে।

মহারাষ্ট্রেও কাজ চলছে। ১৮৫৩ সালে বম্বে-থানে রেল চালু হয়ে গেল। ১৮৫৪ সালের ১৫ আগস্ট হাওড়া থেকে ট্রেন এল হুগলিতে। ১ সেপ্টেম্বর পাণ্ডুয়ায় আর ১৮৫৫-র ৩ ফেব্রুয়ারি রানিগঞ্জ যাবার পথে সাপজোলা নদীর অববাহিকায় জলাজঙ্গলের বুক থেকে উঠে আসা বর্ধমানে। সারা শহরের লোক ভেঙে পড়ল বর্ধমান স্টেশনে। মহারাজাধিরাজ মহাতাবচন্দ হাতির পিঠে চড়ে সপারিষদ ট্রেন দেখতে এলেন। সে ছবি ছাপা হল লন্ডনের কাগজে। দূরদর্শী শাসক মহতাবচন্দ রেলপথের গুরুত্ব বুঝে আগেই রাজবাড়ি সরিয়ে এনেছেন কাঞ্চননগর থেকে বর্ধমানে। সুতরাং উত্তর ফটকের এখন শহরের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হওয়ার পেছনে রেলের অবদান বাদ দেওয়া যাবে না।

সেকালে রেল ছিল এক বিস্ময়। গরু নেই, হাতি নেই, নেই ঘোড়া। শুধু জল আর আগুনের জোরে কল চলছে। কাতারে কাতারে লোক ঘন্টার পর ঘন্টা বসে আছে রেল দেখতে। ট্রেন দেখা মাত্র হরিধ্বনি। প্ল্যাটফর্মে ঢোকার পর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে অনেকে।

রেল স্টেশনের সঙ্গে সুকুমার সেনের সম্পর্ক বহুমাত্রিক। ১৯১৫ সালে বর্ধমান কাটোয়া ছোটো লাইন

পাতার কাজ শুরু করেছে ম্যাকলিয়ডজ লাইট রেলওয়েজ কোম্পানি। ইস্টার্ন রেলওয়ে অধিগ্রহণ করে ১৯৬৬ সালে। ব্রডগেজ চালু হয় ২০১৮-র ১২ জানুয়ারি। সে কথা থাক। রেল লাইন পাতার জন্য মাটি ফেলা হচ্ছে। ট্রলিতে খেলাচ্ছলে হাত লাগাচ্ছে ভবিষ্যতের ভাষাচার্য বালক সুকুমার সেন। রেল স্টেশনে আনাগোনার মাঝে ঘটল পরমপ্রাপ্তি। সাল ১৯১৪। থার্ড ক্লাসের ছাত্র সুকুমার দুই বন্ধুকে নিয়ে স্টেশনের ওভারব্রিজে। চোখ পড়ল ২ নং প্ল্যাটফর্মে। পশ্চিম থেকে আগত ট্রেন থেকে নেমেছে এক কালো বাক্স। তাতে লেখা মিঃ আর এন টেগোর। তড়তড় করে নেমে আসার পর দেখা গেল ওভারব্রিজের পাটাতনের নীচে ঋজু দীর্ঘকায় ধবধবে রঙ কালো জোব্বা গায়ে—মানুষ এত সুন্দর হয়! রবীন্দ্রনাথ আসছিলেন পশ্চিম থেকে, যাবেন বোলপুরে। গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ভগবান দর্শন হয়ে গেল অর্বাচীন বালকের। ১৮৬০ সালে দু ঘন্টার জন্য এসেছেন রানি ভিক্টোরিয়ার মধ্যম পুত্র ডিউক অব এডিনবরা। পদধূলি পড়ছে শ্রীরামকৃষ্ণ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহাত্মা গান্ধি, নেতাজি ও আরো অনেকের। বর্ধমান স্টেশনের ভক্তরা কাচের জানালার ওপারে আকুলিবিকুলি করেছে আরেক ভগবানের জন্য, সত্যজিৎ রায়ের নায়ক ছবিতে।

বর্ধমান স্টেশন হল এক প্রাচীন জনপদের মুখ যার অতীতের পরতে পরতে আছে বর্ধমানভুক্তি, কুসুমপুর, আস্তিকনগর, কাঞ্চননগর, শরিফাবাদ, বড়ে দিবান বা বার্ডোয়ানের গল্প। ঐতিহাসিকতা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে কিন্তু মহাবীরের সমনামী এই স্টেশনের নাম পাল্টাতে রাজি হবেন না অনেকেই।

আবার রেল নিয়ে প্রথম দিকের বিস্ময়ের গল্প বলেছেন 'হিতবাদী' পত্রিকার সহ সম্পাদক যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়। হাটগোবিন্দপুরের এক অন্ধ গ্রামবৃদ্ধকে প্রণাম করে সকালে কলকাতা গেছেন একজন। সন্ধ্যায় ফিরে এসে দেখা করেছেন। বৃদ্ধ বিশ্বাসই করতে পারেননি যে তিন দিনের পথ এখন একদিনে যাতায়াত করা যায়। তাঁকে যথাসাধ্য বোঝাবার চেষ্টা করা হল যে কলকাতা পর্যন্ত লোহার পাটি পেতে গাড়ি চালানো হচ্ছে। বৃদ্ধের অকাট্য যুক্তি—আমরা ঘরে মশারি টাঙাবার জন্য একটা পেরেক খুঁজে পাই না আর রেলের পাটি? এত লোহা পাবে কোথায়?

দিন পাল্টেছে। উদ্বোধনের দিন এগিয়ে আসছে ১১০ কোটি টাকার সাসপেনশন ওভারব্রিজের। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এসকালেটর চালু হয়ে গেছে। লোহার অভাব হয়নি। আর সাধের বর্ধমান স্টেশনের নাম বদলের প্রস্তাবও আপাতত ঠাণ্ডা ঘরে। শান্তি।

মিতব্যয়িতা প্রসঙ্গ

রঘুবীর সিং

মহামান্য মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে জল বাঁচান তা বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। ঘটি ঘটি জল ঢেলে স্নান করার চেয়ে শাওয়ারে স্নান করলে নাকি বেশি জল খরচ হয়। জল বাঁচানোর জন্য সবাইকে সতর্ক পদক্ষেপ নিয়ে চলতে বলেছেন। দিদির হাবভাব বিগত লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই একেবারে পাল্টে গেছে। এখন আর ৪২-এ ৪২ বলছেন না। আশা প্রকাশ করছেন আগামী বিধানসভায় ২৫০টি আসন একেবারে বাঁধা।

প্রশ্ন উঠতেই পারে এই পরিমিতিবোধ কবে থেকে উদয় হল? বেদীভবন থেকেই তো ঝঞ্ঝাট পাকানোর তুঙ্গে থেকেছেন। বিরোধী দলে থাকার সময় তো যেকোনো ছুতোনাতায় বন্ধ ডেকে জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলতেন। বিধানসভা ভবনের বহু মূল্যবান আসবাবপত্র তাঁর গুণধর বাহিনী যেভাবে ভাঙচুর করেছিল তার ছবি এখনো মানুষের স্মৃতিতে রয়ে গেছে, রয়ে গেছে খবরের কাগজের পাতায়। সংসদীয় গণতন্ত্রের পীঠস্থান এই ভবনের পবিত্রতা রাখা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। এটা দিদি জানেন না। কোলকাতায় ২৬ দিন অনশন তো একটা ঐতিহাসিক মাত্রা এনে দিয়েছে। ২৬ দিনের অনশনের পর ২৬ তোলা ওজনও নাকি কমেনি। তাঁর এককালে সহকর্মী আই.এ.এস. অফিসার সবিস্তারে তাঁর বইয়ে তুলে ধরেছেন। সেই বইয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে কোনো মামলা হল না। কোনো কেষ্টবিষ্টু তৃণমূল নেতা ওই বই যে বাস্তবে আছে তাই যেন জানেন না। অথচ পান থেকে চুন খসলেই মামলা দায়ের করছে তাঁর মামলাবাজ আইন ব্যবসায়জীবীরা।

সংরক্ষণ তো শুধু জলই নয়। মাটিও সংরক্ষণ করতে হয় নানা ভাবে। বর্ধমানে সরকারি একটি বীজখামার ছিল। এখানে উৎকৃষ্ট মানের ধানের বীজ তৈরি হতো। কৃষকরা সেই বীজ নিয়ে জমিতে রোপণ করতেন এবং ভালো ফসল পেতেন। ধান নিয়ে নানা ধরনের গবেষণা হতো। বছর কয়েক আগে হঠাৎই দিদির মনে এল মাটি উৎসব করতে হবে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কাঁকসায় মাটি উৎসব হল। সুপারফ্লপ ব্যাপার ছিল। সেই মাটি উৎসব চলে এল বর্ধমান শহরের অনিতিদূরের সরকারি খামারে। লক্ষ লক্ষ নয়, কয়েক কোটি টাকা খরচ করে সাত দিনের মেলা হতে লাগল। একটি দোতলা বাড়ি তৈরি হল প্রভূত পরিমাণ অর্থ খরচ করে। অস্থায়ী দোকান হল সার সার। বিরাট বিরাট মঞ্চ তৈরি হল কৃষকদের সচেতন করার জন্য। সেমিনারের ব্যবস্থা হল বিভিন্ন জায়গা থেকে কৃষিবিজ্ঞানীদের আনা হল। বক্তৃতা হল, কিন্তু শ্রোতা? শ্রোতা হলেন বিভিন্ন দপ্তর থেকে আসা আধিকারিকরা। আর নাগরিক পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা। এঁরা সবাই বিভিন্ন জায়গা থেকে ডিউটি করতে এসেছেন। সাজিয়ে গুছিয়ে কৃষক সাজিয়ে পুরস্কার দেওয়া হল। শহরের কিছু লোকজন যেতেন কিছু চাল মধু এইসব কেনার জন্য। মাঠে কৃষক কোথায়? এবার দুদিনের মেলা নমঃ নমঃ করে। আর সেই মহার্ঘ বাড়িটা পাগলা মেহের আলীর মতোই 'সব ঝুট্ হ্যায়' হয়ে পড়ে আছে। কৃষকরা ভালো জাতের বীজধান থেকে বঞ্চিত হলেন।

এক গ্লাস জল বাঁচাচ্ছেন, গল্প ফাঁদছেন। ভাবুন তো গঙ্গা সাগরের সেই বাড়িটার কথা। বিদেশ থেকে কাঠ এনে তৈরি হল নানা রকম নোনা-বিরোধী ব্যবস্থাপনা করে। খরচ হয়েছিল লোকে বলে দু'কোটি টাকা। এ বাড়িও পাগলা মেহের আলীর সেই পাষাণপুরী হয়ে আছে। মিতব্যয়িতা শেখাচ্ছেন। জেলায় জেলায় মন্ত্রীসভা নিয়ে যাচ্ছেন প্রশাসনিক মিটিং করছেন। আমলাদের নাম ধরে তুমি সম্বোধন করে ডাকছেন ধমকাচ্ছেন। প্রতিটি সভার জন্য খরচ হচ্ছে দু'কোটি টাকারও বেশি। কোনো উপকার হচ্ছে কি! জনগণই বলবেন। কিছু অস্থায়ী রাস্তা হয়েছে, আশেপাশের বাড়িগুলো নীল-সাদা রঙে রাঙানো হয়েছে। ধানের জমিতে হেলিপ্যাড হয়েছে। ও হ্যাঁ, দিদি এখন হেলিকপ্টার ছাড়া কোথাও যান না। প্রতি মাসে এর খরচ বেশ কয়েক লক্ষ টাকা। মা মাটি মানুষের কাছে তো এভাবেই যেতে হয়!

হাওয়াই চটির রহস্যটা মানুষ ধরে ফেলেছেন। এর পর আসছে প্রশান্ত কিশোরের উপদেশমালা। আগামী ভোট বৈতরণী পার হতে নতুন এক অধ্যায় শুরু হচ্ছে।

দ্বিশতবর্ষে : শিক্ষাবিদ রাজেন্দ্র মল্লিক

শ্রী অনিমেষ

শিক্ষাবিদ, ইউরেজি, ফারসি এবং সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন রাজেন্দ্র মল্লিক ২৪ জুন ১৮১৯ সালে (দ্বিশতবর্ষ) কলকাতার চোরাবাগান জন্মগ্রহণ করেন। ৪৬ নং মুক্তরাম বাবু স্ট্রিটে শ্রীযুক্ত নীলমণি মল্লিকের দত্তক পুত্ররূপে তিনি প্রতিপালিত হন। ব্যবসা করে নীলমণি মল্লিক প্রচুর টাকার মালিক হন। রাজেন্দ্র মল্লিকের যখন তিন বছর বয়স তখন নীলমণি মল্লিক প্রয়াত হন। রাজেন্দ্র সাবালক হলে সব সম্পত্তির মালিক হন।

কলকাতায় প্রথম মার্বেল প্যালেস শুরু করেন রাজেন্দ্র মল্লিক ১৮৩৫ সালে। এই মার্বেল প্যালেস তৈরি হয়েছিল ১২ একর অর্থাৎ ৩৬ বিঘা জমির উপর।

বেসরকারি উদ্যোগে এটাই ছিল প্রথম উদ্ভিদ উদ্যান এবং চিড়িয়াখানা। তিনি ছিলেন কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানার পূর্বসূরি বা পথিকৃৎ। তিনি তাঁর বাড়িতে পোষা বহু পশুপাখি

—এরপর চারের পাতায়

শিক্ষাবিদ রাজেন্দ্র মল্লিক

—তিনের পাতার পর

কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানায় দান করেছিলেন। এই চিড়িয়াখানায় 'মল্লিক হাউস' নামে জায়গা করা আছে। এছাড়া তিনি ছিলেন শিল্প সংগ্রহশালার পথিকৃৎ। শিল্প স্থাপত্যের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। তিনি নিজে ছবি আঁকতেন। গান লিখে তাতে সুরও দিয়েছিলেন। তাঁর 'মার্বেল প্যালেসে' পাথরের কাজ খুব সুন্দর। এখানে বহু সংখ্যক প্রস্তরমূর্তি এবং তৈলচিত্র আছে যা খুবই মূল্যবান। এছাড়া তাঁরও পাথরের প্রতিমূর্তি আছে। প্রাসাদটি কলকাতার একটি দর্শনীয় স্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

তিনি ভালো ব্যবসা বুঝতেন এবং ব্যবসা থেকে বহু সম্পত্তি করেছিলেন। তিনি বেশ কিছুদিন ওড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরে ছিলেন। সেখানে তিনি সংস্কৃত ভাষাটি ভালো করে শিখেছিলেন। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ মানুষ। তাঁর বসতবাড়িতেই তিনি জগন্নাথদেবের মন্দির তৈরি করেন এবং সারা বছর পূজার্চনার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেন।

তাঁর বাড়ির সীমানার মধ্যে, যেমন উত্তর দিকে জগন্নাথ দেবের মন্দির রয়েছে, তেমনি দক্ষিণ দিকে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। (অতীতে এখানে একটা ভাঙা মসজিদ ছিল) এবং সেই মসজিদে আজান দেওয়া থেকে শুরু করে নামাজ পড়ানোর মৌলভির খরচ খরচাও বহন করেন। উনিশ শতকে যখন দেশের নানা প্রান্তে মানুষ দুর্ভিক্ষে ভুগছে তখন তিনি অকাতরে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বাড়ির সামনে অন্নসত্র খুলেছিলেন এবং সব ধর্মের মানুষকে পেটপুরে খাইয়েছিলেন।

তিনি মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সম্পত্তির একটা বড় অংশ দিয়ে ধর্মীয় ট্রাস্ট তৈরি করে যান যাতে সারা বছর জগন্নাথ মন্দিরের রপূজার্চনার এবং মসজিদের ধর্মাচারণের জন্য ব্যয় করা যায়। সেই সঙ্গে প্রতিদিন যাতে তিন শতাধিক জাতিধর্ম নির্বিশেষে অতিথিকে অন্নদানের ব্যবস্থা হয় তারও সংস্থান করেন। এই ব্যবস্থা গত ১৫০ বছর ধরে আজও বহাল আছে। গত দেড়শো বছর আগে তিনি যে সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছিলেন এখন তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পারিবারিক হিসেবে এ পর্যন্ত তিন কোটি মানুষকে অন্নদান করা হয়েছে।

তিনি বিদ্যাসাগর এবং মাইকেল মধুসুদন দত্তের পাশে থাকতেন সব সময়। তাঁকে ১৮৬৭ সালে রায়বাহাদুর, ১৮৭৮ সালে রাজাবাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৮৮৭ সালে তিনি প্রয়াত হন।

প্রয়াণ দিবস স্মরণে

—দুয়ের পাতার পর

সমাজ, কোনো জাতির উন্নতি হবে না এই বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন বলেই স্ত্রী শিক্ষার প্রধান বাধা বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের মত নির্মম প্রথা বিলুপ্তির জন্য তিনি আন্দোলন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর থেকে মে মাসের মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় তিনি ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ১৮৪৯-এর ৭ মে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় পরে যার নাম হয় বেথুন স্কুল, ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৮ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন।

যে নারীজাতির কল্যাণ কামনায় তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন সেই নারী জাতির একাংশ বেথুন বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বেথুন বিদ্যালয়ে তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে একটি সভার আয়োজন করেন ৮ আগস্ট ১৮৯১, শনিবার। এই সভায় প্রায় তিনশত বাঙালি নারী যোগদান করেছিলেন। এই সভায় সংগঠকদের মধ্যে ছিলেন উনিশ শতকের নারী শিক্ষায় অগ্রবর্তিনী চন্দ্রমুখী বসু, কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, কুমারী কামিনী সেন (রায়), বরদাসুন্দরী ঘোষ, অবলা বসু প্রমুখ। কামিনী সেনের সভাপতিত্বে সভা শুরু হলে প্রথম প্রস্তাব পেশ করেন বেথুন কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী কুমুদিনী খাস্তগীর। লাবণ্যপ্রভা বসু দ্বিতীয় প্রস্তাব, স্বর্ণময়ী দে তৃতীয় প্রস্তাব, লীলাবতী মিত্র চতুর্থ প্রস্তাব পেশ করেন।

এই শোকসভায় উপস্থিত অনেক মহিলা স্বেচ্ছায় স্মরণচিহ্ন স্থাপনের জন্য হিন্দুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা সংগ্রহের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সভাপতি কামিনী সেন বাংলার নারীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে, ''তাঁরা প্রত্যেকে নিজের নিজের গৃহে সন্তানদের কাছে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের দয়ালু, বীর, সংগ্রামী বৈশিষ্ট্যকে যদি বিবৃত করেন তাহলে তাঁদের সন্তানদের চরিত্র অনুরূপ গুণের সমাবেশে গড়ে উঠবার প্রচেষ্টাও দেখা যাবে। তাহা হইলে রত্নগর্ভা বিদ্যাসাগরের মাতার ন্যায় আপনারাও ধন্য হইবেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় পরলোকগত হইয়াও স্বদেশীদিগের চরিত্রের মধ্যে জীবিত থাকিয়া চিরদিন ভারতের কল্যাণ সাধন করিবেন।''

বেথুন কলেজের ছাত্রীরা ঐতিহাসিক শোকসভা করে তাঁদের পিতৃঋণ শোধ করেছেন। আর আজ বাংলার অগণিত নারী এই মঙ্গলময়কে স্মরণ করেন প্রতিক্ষণে। বিদ্যাসাগরের সময় থেকে আজকের সময়ের দূরত্ব অনেক। সেই মহান পুরুষ যদি থাকতেন তবে আজকের সমাজব্যবস্থায় নারী ধর্ষণ, নারী নির্যাতনের জন্য তাঁর প্রতিবাদ চরম পর্যায়ে পৌঁছাতো। তাঁর অজেয় পৌরুষ, অক্ষয় মনুষ্যত্ব তাঁকে মৃত্যুঞ্জয় করে রেখেছে আমাদের কাছে।

তথ্যসূত্র :

১) বাঙলা ও বাঙালী দিনপঞ্জী—অপূর্ব কুণ্ডু
২) স্মরণীয় যাঁরা—বিজিত ঘোষ
৩) সমাজদর্পণে বিদ্যাসাগর—বিমান বসু সম্পাদিত
৪) প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর—পূর্বোক্ত

ট্যাঙ্কার এ্যাসোসিয়েশন গড়ার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৯ জুলাই : ডিপো থেকে তেল সরবরাহকারী ট্যাঙ্কার মালিকদের নিয়ে নতুন ট্যাঙ্কার এ্যাসোসিয়েশন গড়ার সিদ্ধান্ত নিল ওয়েস্ট বেঙ্গল পেট্রোলিয়াম ডিলারস এ্যাসোসিয়েশন। ২৮ জুলাই বর্ধমানের জাতীয় সড়কের পাশে একটি হোটেলে এই নিয়ে বৈঠক হয়। ডিপো থেকে নিজেদের গাড়িতে তেল আনতে গেলে বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পেট্রোল পাম্প মালিকদের আরও অভিযোগ ডিপোতে কনট্রাক্টরদের পরিচালিত ট্যাঙ্কার এ্যাসোসিয়েশন তাদের গাড়িগুলো আটকাচ্ছে। সরকার পরিবর্তনর সঙ্গে সঙ্গে এদের রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি টাঙিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করছে এরা।

ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নাম ভাঙিয়ে এসব করছে দুষ্কৃতীরা। এদের সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক দলের যোগ নেই। কোম্পানি কোনো সুরাহা না করার জন্যই এসব করতে সাহস পাচ্ছে। এতদিন তাঁদের কোনো সংগঠন ছিল না বলেই সমবেতভাবে তারা কোনো প্রতিবাদ করতে পারেননি। তাই ট্যাঙ্কার এ্যাসোসিয়েশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা।

গৃহবধূর মুখে অ্যাসিড

নিজস্ব সংবাদদাতা : গৃহবধূর মুখে অ্যাসিড ঢেলে দেওয়ার অভিযোগে স্বামী সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করল মাধবডিহি থানার পুলিশ। গত ২৩ জুলাই মাধবডিহির ফতেপুর গ্রামের গৃহবধু তাপসী ডকের মুখে ঘুমন্ত অবস্থায় গভীর রাতে অ্যাসিড ঢেলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে স্বামী নিশীথ ডকের বিরুদ্ধে। যন্ত্রণায় ছটফট করা অবস্থায় প্রতিবেশীরা তাপসীকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। অ্যাসিডে মুখ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনার পর থেকেই স্বামী নিশীথ ডক ও তার দুই ভাই পলাতক ছিল। পুলিশ ২৭ জুলাই রাতে অভিযুক্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। ২৮ জুলাই ধৃতদের বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য ১৩ বছর আগে নিশীথের সঙ্গে তাপসীর বিয়ে হয়। তাদের ৯ বছরের একটি কন্যা ও ৭ বছরের একটি পুত্র সন্তানও আছে।

—প্রথম পাতার পর

কালনা পুরসভায় ডেপুটেশন

জলপ্রকল্পের পাইপ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সেই জল কতটা পরিশ্রুত তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে। কারণ সেই জল পান করে তিনটি ওয়ার্ডের বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। শহরের পুকুর ভরাট করে পরিবেশের ভারসাম্য ও নিকাশি ব্যবস্থা নষ্ট করা যাবে না। সর্বোপরি সারা রাজ্যের সাথে কালনাতেও কাটমানি গ্রহণ হয়েছে ব্যাপকভাবে। সেই কাটমানির টাকা ফেরত দিতে হবে। প্রাক্তন পৌরপতি ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামীর নেতৃত্বে সাত জনের একটি প্রতিনিধিদল পৌরপতিকে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. পুর্তেয়তো উইলিয়াম শরর, চিলি দেশে। উগুয়াইয়া শহর, আর্জেন্টিনায়। ২. ১৯৪৭ সালের ২২ জুলাই। ৩. ১৯০৬ সালের ২৩ জুলাই, শহিদ ২৭.২.১৯৩১। ৪. ১৯৭৪ সালের ২৩ জুলাই, জন্ম ৫ আগস্ট ১৯১৫। ৫. ১৯৪১ সালের ২৫ জুলাই, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং ডাঃ লোহিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬. স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম ১৮৪৪ সালের ২৬ জুলাই। ৭. বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে লর্ড ল্যাকিং ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই। ৮. ১৯৩১ সালের ২৭ জুলাই, বিচারপতি গার্লিক বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত এবং রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসির হুকুম দেন। এই দিনেই পুলিশের গুলিতে শহিদ হন। ৯. ১৯১৩ সালের ২৭ জুলাই। মৃত্যু ৮.২.১৯৯৫। ১০. ২০১৯ সালের ৩ জুন, জন্ম ২১.১১.১৯৩৪। ১১. ১ জুন, ড্রিঙ্ক : ডু ডে অ্যান্ড এভরিডে। ১২. ৮ জুন, ২০০৮ সাল থেকে জার্মান ব্রেন টিউমার অ্যামোমিয়েশন শুরু করেছিল।

নতুন চিঠি
নিরুপম সেন
বিশেষ স্মরণ সংখ্যা
লিখেছেন
সীতারাম ইয়েচুরি, প্রকাশ কারাত, সূর্যকান্ত মিশ্র, মদন ঘোষ, ভি. কে রামচন্দ্রন, অরিন্দম কোঙার, অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, আভাস রায়চৌধুরী, গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী, রথীন রায়, চন্দ্রাবলী সেন, অর্ধেন্দু সেন, সলিল ভট্টাচার্য, সুকান্ত কোঙার,জীবন চক্রবর্তী, সেখ সাইদুল হক, গৌতম চ্যাটার্জী, অলোক চ্যাটার্জী, দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অশোক কুমার মজুমদার, অরুণ মজুমদার, গীষ্পতি চক্রবর্তী, গৌরহরি দত্ত, বিলাস চ্যাটার্জী প্রমুখ। রয়েছে প্রয়াত নিরুপম সেন-এর দুটি লেখা ও দুটি সাক্ষাৎকারের পুনর্মুদ্রণ ও একটি অপ্রকাশিত লেখা 'ফিরে দেখা'।
২০০ পাতার ঝকঝকে ছাপা এই স্মারক গ্রন্থ ইতিমধ্যেই নিঃশেষিত হয়েছে। সীমিত সংখ্যা পুনর্মুদ্রিত হবে যাঁরা সংগ্রহ করতে চান তাঁদের অবিলম্বে অর্ডার দিতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
weeklynatunchithi@gmail.com or dinesh.jha09@gmail.com
নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তর
৬২ বি.সি. রোড, অনিতা সিনেমা লেন, বর্ধমান-১

মৃদুল সেন প্রণীত
স্মৃতির সরণী বেয়ে
প্রকাশিত হয়েছে।
রয়েছে :
চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের শহিদ অপূর্ব সেন প্রসঙ্গে অজানা কথা।
নেতা ও মানুষ প্রমোদ দাশগুপ্তের নানান দিক নিয়ে লেখকের সন্ধানী দৃষ্টিতে স্মৃতিচারণ
জরুরী অবস্থাকালীন দীর্ঘ ১৭ মাস প্রেসিডেন্সি জেলের কারান্তরালে লেখকের অভিজ্ঞতা ও নানান প্রসঙ্গ
পর্যালোচনা করেছেন—
অধ্যাপক শুভঙ্কর চক্রবর্তী
প্রকাশক
বইচিত্র
বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, ব্লক নং ৬, স্টল নং ১৩ এ, কলকাতা-৭০০০ ৭৩
পাওয়া যাচ্ছে
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি.
কলকাতা ও বর্ধমান শাখায়
এছাড়াও নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তর
৬২ বি.সি. রোড, অনিতা সিনেমা লেন, বর্ধমান-১

—প্রথম পাতার পর

ডেপুটেশন ব্লকে-ব্লকে

সরকারি সহায়ক মূল্যে ফসল ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষি ঋণ মুকুব করতে হবে। রেগায় বছরে ২০০ দিন কাজ ও দৈনিক ৩৭৫ টাকা মজুরি দিতে হবে। রেগার কাজকে কৃষিকাজে যুক্ত করতে হবে।

সভা থেকে নয় জনের একটি প্রতিনিধিদল বিডিও বিপুল কুমার মণ্ডলের হাতে ডেপুটেশনের কপি তুলে দেন। এই দলে ছিলেন জয়দেব ঘোষ, ভবানী ব্যানার্জী, জয়দেব মুখার্জী, সুব্রত চ্যাটার্জী, প্রশান্তকুমার, ফারাদ মণ্ডল। নারায়ণ রায় ও তাঁর স্ত্রী, বাগিলা গ্রামে বাড়ি, তাঁরা আবাস যোজনার ঘরের টাকা তৃণমূলের নেতা আত্মসাৎ করেছে এই অভিযোগ জানাতে গিয়েছিলেন। বিডিও সাহেব দাবিগুলির ও ঘরের টাকা ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। ডেপুটেশন শেষে বিডিও চত্বর থেকে একটি মিছিল করে বাজার পরিক্রমা করে স্টেশন বাজারে এসে শেষ হয়। সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত পথসভায় দাবি সনদের বাখ্যা করেন অমিতাভ চৌধুরী।

সংগঠনের কালনা-১ এরিয়া কমিটির যৌথ উদ্যোগে ২৩ জুলাই কালনা-১ বিডিওকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। বিডিও অফিস চত্বরে দাবিগুলোর সমর্থনে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সুকুল শিকদার, বীরেন ঘোষ, মধুসূদন সিংহরায় প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন সুশীল সিংহ। পাশাপাশি এদিন একটি প্রতিনিধিদল কালনা-১ বিডিওকে স্মারকলিপি প্রদান করে। এই প্রতিনিধিদলে ছিলেন শ্যামল পাল, রাখহরি সেন, কৃষ্ণচন্দ্র চাল, বিক্রম মুর্মু প্রমুখ।

বকেয়া মজুরি পরিশোধ সহ ১০০ দিনের কাজ চালু, বছরে ১০০ দিনের বদলে ২০০ দিন কাজ প্রদান, সকল গরিব মানুষের জন্য পাকা ঘরের ব্যবস্থা করা, পাশাপাশি সরকারি প্রকল্পে ঘর প্রাপকদের নামের তালিকা প্রকাশ্যে ঝোলানো—আট দফা দাবিতে ২৪ জুলাই আনুখাল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ এরিয়া কমিটির আনুখাল অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে দাবিগুলোর সমর্থনে পঞ্চায়েত চত্বরে সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন মহম্মদ শাহ, আলিম মণ্ডল, অশোক ঘোষ প্রমুখ।

সারা ভারত কৃষকসভা এবং সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়নের কালনা-২ এরিয়া কমিটির যৌথ উদ্যোগে ২২ জুলাই কালনা-২ বিডিওকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। তার আগে সিঙ্গেরকোন বাজার থেকে মিছিল এলাকা পরিক্রমার পর বিড়িও অফিস চত্বরে এলে দাবিগুলোর সমর্থনে সভা শুরু হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন মুক্ত মুর্মু, সন্ধ্যা রায়, জয়দীপ ভট্টাচার্য, সনাতন টুডু প্রমুখ। এই দাবিগুলো নিয়ে বিডিওকে স্মারকলিপি প্রদান করেন সাত জনের একটি প্রতিনিধি দল। এই দলে ছিলেন সনাতন টুডু, মহম্মদ আলী, অশোক ঘোষ, সুভাষ নস্কর, বিশ্বনাথ সরেন প্রমুখ।

এদিনই মন্তেশ্বর ব্লকের বিডিওকে যৌথভাবে ডেপুটেশন দেয় কৃষকসভা, খেতমজুর ইউনিয়ন ও সি.আই.টি.ইউ ব্লক কমিটি। ডেপুটেশন প্রদানের সভায় সভাপতিত্ব করেন ধনঞ্জয় সামন্ত এবং বক্তব্য রাখেন ওসমান গনি সরকার, চৌধুরী মহঃ দেহায়েতুল্লা, হালিম সেখ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ভাতারেও অনুরূপ ডেপুটেশন দিল খেতমজুর ইউনিয়ন ও কৃষকসভা। জলের দাবির পাশাপাশি পঞ্চায়েতের দুর্নীতির প্রতিবাদে এদিন মিছিল করে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখানোর পর ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

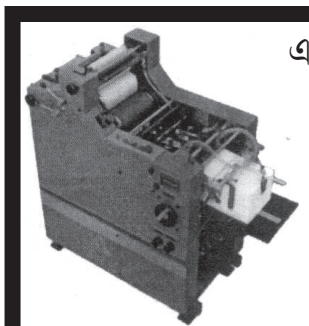
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
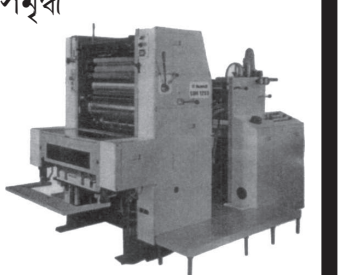
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা